যুগসন্ধিক্ষণে আমরা

এমামুয্‌যামান, The Leader of The Time

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

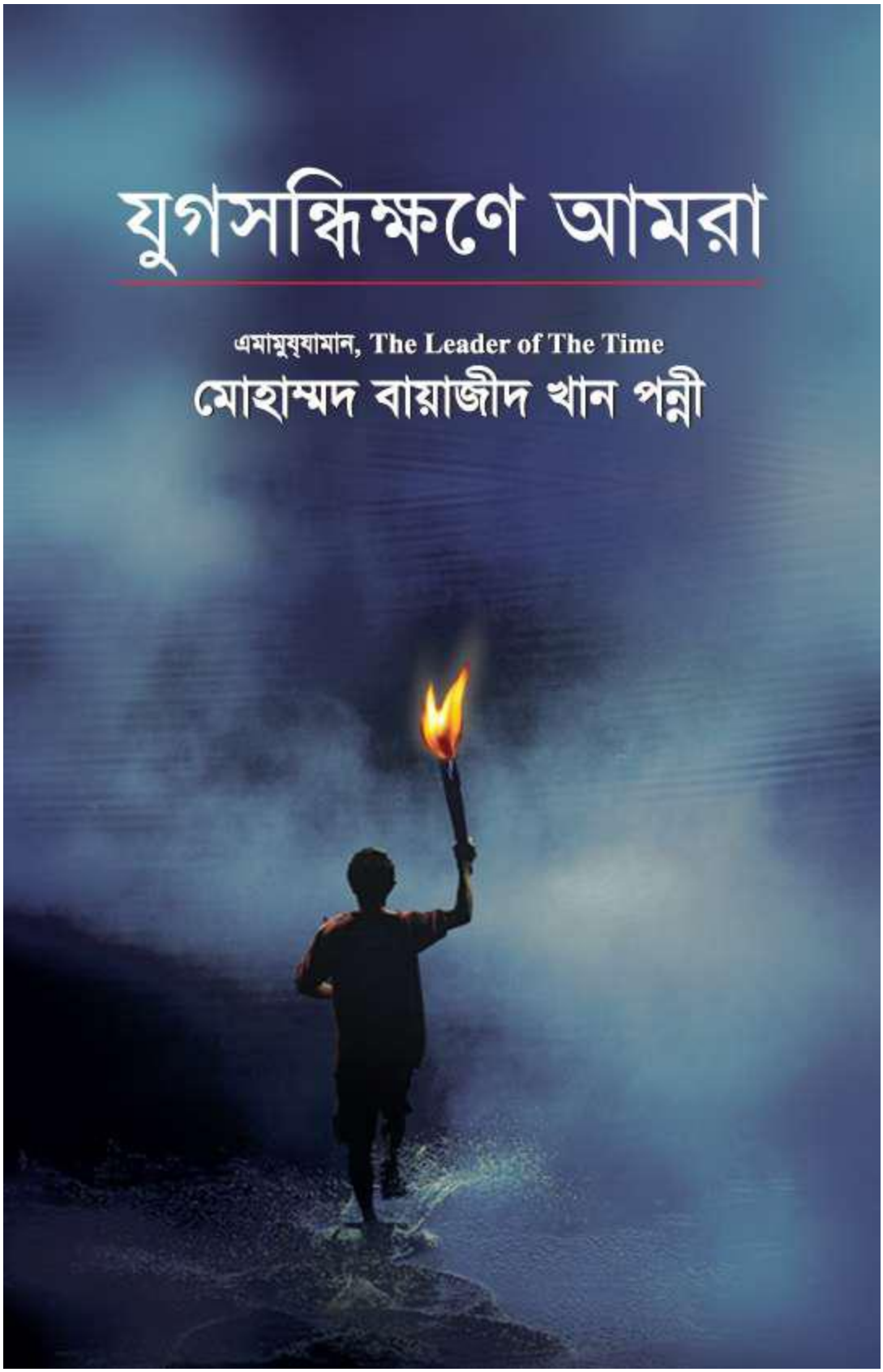

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

২৩ শে সেপ্টেম্বর' ৯৪, করটিয়ায় অনুষ্ঠিত সুধী সম্মেলনে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর ভাষণ

আমাদের, অর্থাৎ আমরা যারা নিজেদের মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে মোনে কোরি, আমাদের ইতিহাস কি? আমরা কোথা থেকে এসেছি, কেমন কোরে আমাদের জন্ম হোয়েছে, কেন আমাদের সৃষ্টি করা হোয়েছে, কি উদ্দেশ্যে আমাদের একটি জাতি হিসেবে গঠন করা হোয়েছে? আজকের এই একশ' ষাট কোটির জাতির মনে এই প্রশ্নগুলি জাগে না। কেউ এই প্রশ্নগুলি কোরলে একশ' ষাট কোটির কাছ থেকে অন্তত দশকোটি রকমের বিভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়। চৌদ্দশ' বছর আগে যখন এই জাতিটির জন্ম হোয়েছিল আল্লাহর রসুল তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা, অতুলনীয় ত্যাগ, অবিচল নিষ্ঠা, অটল অধ্যবসায় এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই জাতিটিকে গঠন কোরেছিলেন তখন কিন্তু ঐ জাতির প্রত্যেকটি মানুষকে উপরোক্ত ঐ প্রশ্নগুলি কোরলে সবাই একই উত্তর দিতেন, কোন মতভেদ ছিলো না। ঐ জাতির ইতিহাস হোচ্ছে এই যে, জাতিটি গঠিত হবার পঁচিশ বছরের মধ্যে তদানিন্তন পৃথিবীর দুইটি মহাশক্তিকে সশস্ত্র সংগ্রামে, যুদ্ধে পরাজিত কোরে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আল্লাহর আইনের শাসন কার্য্যকরী কোরেছিলো। ঐ মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দুইটি ছিলো রোমান ও পারসিক, একটি খ্রিস্টান অপরটি অগ্নি উপাসক। সংখ্যায়, সম্পদে, সামরিক বাহিনীর সংখ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রে, এক কথায় সবদিক দিয়ে ঐ দুইটি বিশ্বশক্তি ছিলো ঐ শিশু জাতির চেয়ে বহুগুণে বড় কিন্তু তবুও তারা ঐ সদ্যপ্রসূত ছোট্ট জাতির সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হোয়ে গিয়েছিলো। খ্রিস্টান শক্তিটি পরাজিত হোয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই পালিয়ে গেলো; আর অগ্নি উপাসক শক্তিটি আল্লাহর দীনকে স্বীকার কোরে নিয়ে ঐ নতুন জাতির অন্তর্ভুক্ত হোয়ে গেলো; আজ যেটাকে আমরা ইরান বলি। তারপর ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ঐ জাতিটি তখনকার দিনের অর্ধেক পৃথিবী জয় কোরে আল্লাহর আইনের শাসনের অধীনে নিয়ে এলো। এই পর্য্যন্ত ঐ জাতির ইতিহাস শুধু জয়ের ইতিহাস, বিজয়ের ইতিহাস, তাদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সামরিক বিজয়ের ইতিহাস।

ঐ সামরিক বিজয়ের উদ্দেশ্য কি ছিলো? সাম্রাজ্য? নাকি অন্য ধর্মের লোকজনকে এসলাম গ্রহণে বাধ্য করা? না, এর কোনটাই নয়। এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ছিলো ঠিক তাই যে উদ্দেশ্য, যে লক্ষ্য

অর্জনের জন্য আল্লাহর নির্দেশে তাঁর শেষ রসুল এই জাতিটিকে, এই উম্মাহটি গঠন কোরেছিলেন, আর সেটি হোল সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর আইন-কানুন অর্থাৎ দীন প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যকরী কোরে মানব জাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ, অত্যাচার নিঃশেষ কোরে দিয়ে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর এই জন্যই এই দীনের নাম এসলাম, আক্ষরিক অর্থেই শান্তি। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত, আদম (আঃ) থেকে মোহাম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত ঐ একই নাম, এসলাম বা শান্তি। আজ আমাদের ধর্মীয় ও অধর্মীয় (অর্থাৎ রাজনৈতিক) নেতারা যে অর্থে এসলামকে শান্তির ধর্ম বলেন তার ঠিক বিপরীত অর্থ। রাষ্ট্রশক্তি অধিকার না কোরলে আল্লাহর আইন কেন, কোন আইনই প্রতিষ্ঠা বা কার্য্যকরী করা যায় না এটা সাধারণ জ্ঞান আর রাষ্ট্রশক্তি কেউ বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেয় না, এটাও জানা কথা। তাই রাষ্ট্রশক্তি তাদের অধিকার কোরতে হোয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে একটি মানুষকেও তারা তার ধর্ম ত্যাগ কোরে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেন নি। শুধু তাই নয়, যেখানেই তারা আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কোরেছেন সেখানেই অন্য ধর্মের চার্চ, সিনাগগ, মন্দির ও প্যাগোডা রক্ষার দায়িত্ব তো নিয়েছেনই তার উপর ঐ সব ধর্মের লোকজনের যার যার ধর্ম পালনে কেউ যেন কোন অসুবিধা পর্য্যন্ত না কোরতে পারে সে দায়িত্বও তারা নিয়েছেন। অন্যান্য ধর্মের লোকজনের ধর্মের নিরাপত্তার যে ইতিহাস এই জাতি সৃষ্টি কোরেছে তা মানব জাতির ইতিহাসে অনন্য, একক, পৃথিবীর কোন জাতি তা কোরতে পারে নি। অর্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রবর্তন করার ফলে ঐ সমস্ত এলাকায় লুপ্ত হোয়ে গেলো শোষণ, অবিচার, অন্যায়, নিরাপত্তাহীনতা অর্থাৎ ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা। প্রতিষ্ঠিত হোল সুবিচার; ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সুবিচার ও নিরাপত্তা; এক কথায় শান্তি।

এরপর ঘোটলো এক মহাদুর্ভাগ্য জনক ঘটনা। ঐ জাতি হঠাৎ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে গেলো। ভুলে গেলো তার জন্ম হোয়েছে কেন, ভুলে গেলো তাকে গঠন কেন করা হোয়েছিলো, ভুলে গেলো আল্লাহর রসুল স্বয়ং প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে কেন পরিণত কোরেছিলেন। জাতি ভুলে গেলো যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হোয়েছে, গঠন করা হোয়েছে, প্রশিক্ষণ দেয়া হোয়েছে সেই কাজ ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কিন্তু জাতির লোকদের আকীদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা

বিকৃত হোয়ে যাওয়ায় জাতি তাই কোরলো, আল্লাহর দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জেহাদ অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ত্যাগ কোরলো এবং ত্যাগ কোরে অন্যান্য রাজা বাদশাহরা যেমন রাজত্ব করে তেমনি শান শওকতের সঙ্গে তাদের মতই রাজত্ব কোরতে শুরু কোরলো। এই সর্বনাশা কাজের অর্থ কি, পরিণতি কি তা তারা উপলব্ধি কোরতে পারলেন না। তারা উপলব্ধি কোরতে পারলেন না যে, যে জিনিস যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় সেটা যদি সেটাকে দিয়ে না হয়, তবে আর ঐ জিনিসের কোন দাম থাকে না, সেটা অর্থহীন হোয়ে যায়। একটা ঘড়ির উদ্দেশ্য হোচ্ছে সময় জানা, ঘড়িটা যদি না চলে, সময় না দেখায়, এমন কি যদি ভুল সময় দেখায় তবে আর সে ঘড়িটার কোন দাম থাকে না। ঘড়িটা সোনা, হীরা, জহরত দিয়ে তৈরি কোরলেও না। একটি গাড়ি যদি কোন কারণে অচল হোয়ে যায়, বা আকীদার ভুলে সেটাকে ব্যবহার না কোরে গ্যারেজে রেখে দেওয়া হয় তবে সে গাড়ির আর কোন মূল্য থাকে না, সেটা পৃথিবীর সবচেয়ে দামী গাড়ি হোলেও না, কারণ যে উদ্দেশ্যে গাড়িটিকে তৈরি করা হোয়েছে অর্থাৎ একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া তা আর সেটাকে দিয়ে হোচ্ছে না। শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করার মোহ তাদের এমন ভাবে পেয়ে বোসলো যে তারা ভুলে গেলেন আল্লাহ কোর'আনে মো'মেন হবার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে ঐ জেহাদ অঙ্গীভূত করা আছে। সূরা হুজরাতের ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ বোলেছেন-"সত্যনিষ্ঠ মো'মেন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তারপর (সে সম্বন্ধে) আর কোন সন্দেহ করে না (অর্থাৎ এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ়, অবিচল থাকে) এবং তাদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে।" তারপর তিনি আবার বোলেছেন সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতে- ''নিশ্চয়ই আল্লাহ মো'মেনদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর রাস্তায় কেতাল (অর্থাৎ- সশস্ত্র সংগ্রাম) করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়। এটা এমন একটা প্রতিশ্রুতি যে প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহ তওরাত, এনজিল ও কোর'আনে আবদ্ধ হোয়ে আছেন। নিজের প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহর চেয়ে বড় আর কে আছেন? কাজেই তোমরা যে সওদা কোরেছো, সে সওদার জন্য আনন্দ কর, কারণ এই সওদা হোচ্ছে চূড়ান্ত সাফল্য।"

এছাড়া কোর'আনের অন্যত্রও আল্লাহ মো'মেন কে এবং কারা তার সংজ্ঞা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং এই সংজ্ঞায় আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ এই দুই শর্ত রোয়েছে। কাজেই এই জাতির পথভ্রষ্ঠ লোকেরা যখন নীতি হিসাবে জেহাদ ত্যাগ কোরলেন তখন তারা বুঝলেন না যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দৃষ্টিতে আর তারা মো'মেন রোইলেন না। তাদের ঐ

দুর্ভাগ্যজনক কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টায় তারা হাদীস উদ্ভাবন কোরলেন নফসের সঙ্গে জেহাদই হোচ্ছে জেহাদে আকবর, বড় জেহাদ। এই হাদীসের সংকলক এমাম বায়হাকি নিজেই স্বীকার কোরেছেন যে, এই হাদীসের সনদ ত্রুটিযুক্ত এবং এই দয়িফ হাদীস সম্বন্ধে হাফেয ইবনে হাজ্জার প্রমুখ মোহাদ্দেসরা বোলেছেন, এটা কোন হাদীসই না, এটা একটা আরবী প্রবাদ বাক্য মাত্র। তার চেয়েও বড় কথা হোচ্ছে কোন হাদীস সহীহ্ কি না তা যাচাই করার প্রথম কষ্ঠিপাথর হোচ্ছে কোর'আন। সেই কোর'আনেই আল্লাহ স্বয়ং আমাদের বোলে দিচ্ছেন বড় জেহাদ অর্থাৎ জেহাদে আকবর বা কবীর কোনটা। সূরা ফোরকানের ৫২ নং আয়াতে তিনি বোলেছেন, **"সুতরাং কাফেরদের কথামত চলো না এবং এর (কোর'আনের) সাহায্যে তাদের সঙ্গে বড় জেহাদ কর। জেহাদান কবীর কর।"** অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদই হোচ্ছে জেহাদে আকবর, নফসের সঙ্গে নয়।

শুধু তাই নয়, জেহাদ ত্যাগ কোরেই তারা ক্ষান্ত হোলেন না। তারা রসুলের সুন্নাহরও ভিন্ন সংজ্ঞা আবিষ্কার কোরলেন। আল্লাহ কোর'আনে অন্ততঃ তিনবার বোলেছেন যে, তিনি (আল্লাহ) তাঁর রসুলকে সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্যদীন দিয়ে পাঠিয়েছেন এই জন্য যে তিনি এটাকে অন্যান্য সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী কোরবেন। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নবী ঘোষণা কোরলেন- **"আমি আদিষ্ট হোয়েছি সমস্ত মানব জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যে পর্য্যন্ত না তারা একথা মেনে নেয় যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন এলাহ নেই, এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর রসুল"** [হাদীস- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বোখারী]। ইতিহাস সাক্ষী যতোদিন তিনি এই দুনিয়ায় ছিলেন ততোদিন তিনি ও তাঁর আসহাব একদেহ একপ্রাণ হোয়ে আল্লাহর দেয়া ঐ আদেশ ও দায়িত্ব পালন কোরে গেছেন এবং তা কোরতে যেয়ে মাত্র ১০ বছরের মধ্যে ১০৭টি ছোট বড় যুদ্ধ কোরেছেন। তারপর যখন আল্লাহর রসুল এই দুনিয়া থেকে চোলে গেলেন তখন ঐ দায়িত্ব স্বভাবতঃই এসে পোড়লো তাঁর গঠন করা জাতিটির ওপর কারণ রসুলের ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব তখনও পূর্ণ হয় নি। শুধু আরব দেশটাকে আল্লাহর আইনের শাসনের মধ্যে আনা হোয়েছে; বাকী পৃথিবী মানুষের তৈরি আইনের অধীনে চোলছে। রসুলাল্লাহর নিজ হাতে গড়া জাতিটি অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী তার জান্নাতবাসী নেতার ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব তাদের মাথায় এসে পড়া সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে নেতার দুনিয়া থেকে চোলে যাবার সঙ্গে

সঙ্গে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, পরিবার-পরিজন, এক কথায় পার্থিব সব কিছু কোরবান কোরে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ কোরতে অস্ত্র হাতে তাদের স্বদেশ আরব থেকে বের হোয়ে পোড়েছিলেন। এই কাজকে তাদের নেতা বোলেছিলেন আমার সুন্নাহ, সুন্নাতি এবং বোলেছিলেন আমার এই সুন্নাহ যে বা যারা ত্যাগ কোরবে তারা আমার কেউ নয়, মান তারাকা সুন্নাতি ফালাইসা মিন্নি, অর্থাৎ তারা উম্মতে মোহাম্মদীই নয়। শুধু তাই নয়, তিনি বোলেছেন- মান রাগেবা আন সুন্নাতি ফালাইসা মিন্নি (বোখারী, মোসলেম) অর্থাৎ যে আমার সুন্নাহ থেকে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেবে সেও আমার কেউ নয়। জেহাদ ছেড়ে দেবার পর নবীর সুন্নাহর বিকল্প হিসাবে নেয়া হোল তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-অনভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি যেগুলোর সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের কোন সম্বন্ধই নেই; যেগুলো নেহায়েৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, জেহাদ ত্যাগকারীদের কাছে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবীর সুন্নাহ হোয়ে দাঁড়ালো, তাঁর বিপ্লব নয়, তাঁর মেসওয়াক করা, খাবার আগে জিহবায় একটু নিমক দেওয়া, খাবার পর একটু মিষ্টি খাওয়া, ডান পাশে শোয়ার মত ছোট-খাট অসংখ্য তুচ্ছ ব্যাপার। **মানুষের ইতিহাসে কোন জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন কোরেছে বোলে আমার জানা নেই।** জেহাদ ত্যাগ কোরে ঐ জাতি মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদীর সংজ্ঞা থেকে বহিষ্কৃত হোয়ে যাওয়া ছাড়াও আরও ভয়ংকর পরিণতি হোলো। তাহোলো এই যে আল্লাহ সূরা তওবায় ৩৮ এবং ৩৯ নং আয়াতে এই জাতিকে জেহাদ ছেড়ে দেবার পরিণতি সম্বন্ধে এই বোলে সাবধান কোরে দিয়েছেন- "হে মো'মেনরা তোমাদের কি হোয়েছে যে যখন তোমাদের বলা হয় আল্লাহর পথে (সামরিক) অভিযানে বের হও, তখন যেন তোমরা ঝুঁকে পোড়ে মাটির সাথে মিশে যাও। (তাহোলে কি) তোমরা পরকালের পরিবর্তে এই জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছো? এই জীবনের ভোগ তো পরকালের জীবনের তুলনায় অতি সামান্য। **যদি তোমরা সামরিক অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোন জাতিকে প্রতিষ্ঠা কোরবেন** (অর্থাৎ তোমাদের অন্য কোন জাতির দাস, গোলাম বানিয়ে দেবেন) এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি কোরতে পারবে না, আল্লাহ সমস্ত কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" এই কঠোর সতর্কবাণী সত্ত্বেও আকীদা অর্থাৎ জাতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক সম্যক ধারণার (Comprehensive Conception) বিকৃতিতে এই জাতি জেহাদ ছেড়ে দিয়ে নফসের সাথে নিরাপদ জেহাদ শুরু কোরলো। আল্লাহও তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী

কিছুদিন পরই ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগুলিকে দিয়ে ঐ জাতিকে সামরিক ভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত কোরে শাসনভার ও কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিলেন।

আল্লাহ কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে এবং সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে মো'মেনদের এই পৃথিবীর আধিপত্য ও কর্তৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে যতদিন ঐ জাতি, জাতি হিসাবে জেহাদ চালিয়ে গেছে ততদিন আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোরেছেন- অর্ধেক পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল এবং ঐ জাতি যদি তখন জেহাদ ত্যাগ না কোরতো তবে অবশ্যই আল্লাহ বাকি অর্ধেকও তাদের হাতে তুলে দিতেন এবং রসুলের ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বও পূর্ণ হতো। আল্লাহর ঐ প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে আরেকটি সত্য ফুটে ওঠে- সেটা হোল এই যে, আমরা নিজেদের মো'মেন অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাসী বোলে দাবি কোরি। তাহোলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর কর্তৃত্ব, আধিপত্য আমাদের হাতে নেই কেন? তাহোলে সেই সর্বশক্তিমান কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোরতে অসমর্থ (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক)? এর একমাত্র জবাব হোচ্ছে- আমরা যতোই নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, যতোই হাজার রকম এবাদত কোরি, যতোই মুত্তাকী হই, আমরা মো'মেন নই, মোসলেম নই, উম্মতে মোহাম্মদী হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। মো'মেন হোলে (ইন কুন্তুম মো'মেনীন) যে পৃথিবীর ওপর আধিপত্যের অঙ্গীকার আল্লাহ কোরেছেন, সেই পৃথিবীতে আজ আমাদের অবস্থা কী? আমাদের অবস্থা হোচ্ছে (ক) পৃথিবীতে যে কয়টি প্রধান জাতি আছে তার মধ্যে আমরা নিকৃষ্টতম। (খ) আমাদের ছাড়া আর যে কয়টি জাতি আছে তারা সকলেই পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের অপমানিত, অপদস্থ কোরছে, আমাদের আক্রমণ কোরে হত্যা কোরছে, আমাদের ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে, আমাদের বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মা, মেয়ে, বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার কোরে সতিত্ব নষ্ট কোরছে। (গ) ঐ কাজগুলি খ্রিস্টানরা অতীতে কোরেছে স্পেনে, সেখান থেকে তারা সম্পূর্ণ মোসলেম জাতিটিকেই সমূলে উৎখাত কোরেছে, আজ সেখানে মোসলেম বোলতে নেই এবং বর্তমানে কোরছে বসনিয়া হারযেগোভিনিয়ায়, সুদানে, ফিলিপাইনে। খ্রিস্টানরা বসনিয়ায় যা কোরেছে মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন নজির নাই। তারা দুই লক্ষ মোসলেম মেয়েকে ধর্ষণ কোরে গর্ভবতী কোরেছে, তাদের সাতমাস পর্য্যন্ত আটকে রেখেছে যাতে তারা ঐ খ্রিস্টানদের ঔরসের সন্তানগুলি গর্ভপাত কোরে ফেলে দিতে না পারে। বসনিয়ায় কয়েক হাজার মসজিদের মধ্যে সারায়েভোর কয়েকটি মাত্র মসজিদ ছাড়া আর সমস্ত মসজিদ ভেংগে দেয়া হোয়েছে। হিন্দুরা কোরছে কাশ্মীরে, ভারতের

প্রতিটি রাজ্যে। বৌদ্ধরা কোরছে মায়ানমারে অর্থাৎ বার্মায়, আরাকানে, থাইল্যান্ডে, ভিয়েতনামে, কামপুচিয়ায় ও চীনে। এগুলিতো বড় বড় জাতি। অতি ক্ষুদ্র ইহুদি জাতি ঐ কাজ কোরছে পশ্চিম এশিয়ায়, প্যালেস্টাইনে। ভারতে দশ হাজারের বেশী মসজিদ হয় মন্দীরে পরিণত করা হোয়েছে না হয় অফিস ইত্যাদি অন্য কাজে ব্যবহার করা হোচ্ছে, না হয় ভেংগে দেয়া হোয়েছে। এটা ১৯৮৫ সালের হিসাব। ক্ষুদ্র ইহুদি জাতিকে দিয়ে ১৯৪৭ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত গুতিয়ে মেরেও খুশী না হোয়ে অপমানের, শাস্তির চূড়ান্ত করার জন্য গাছ পাথর উপাসক আসামের একটি পাহাড়ী উপজাতি দিয়ে আল্লাহ এই জাতিকে পেটাচ্ছেন, গুলী কোরে, কুপিয়ে হত্যা করাচ্ছেন, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে উচ্ছেদ করাচ্ছেন। আর কত শাস্তি, কত আযাব আল্লাহ দেবেন? এর পরের ধাপের শাস্তিতো একেবারে নির্মূল কোরে দেয়া- যেমন দিয়েছেন স্পেনের তথাকথিত মোসলেমদের, সেখানে এখন তাদের নাম গন্ধও নেই।

আল্লাহর নবী ঈসাকে (আঃ) প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ ইহুদি জাতিকে লা'নত অর্থাৎ অভিশাপ দিয়েছিলেন, যার ফলে খ্রিস্টান রোমানরা তাদের হাজার হাজার বছরের স্বদেশ থেকে মেরে কেটে উৎখাত কোরে দিয়েছিলো। প্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা পালিয়ে যেয়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিলো। আল্লাহর অভিশাপ তাদের পেছনে পেছনে গেছে। যেখানেই তারা আশ্রয় নিয়েছে, বসতি স্থাপন কোরেছে সেখানেই তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হোয়েছে, অবজ্ঞা করা হোয়েছে। মাঝে মাঝেই খ্রিস্টানরা দলবেধে ইহুদিদের বসতি আক্রমণ কোরে তাদের পুরুষদের হত্যা কোরে মেয়েদের নিয়ে গেছে, তাদের সম্পত্তি লুটপাট কোরেছে, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রে এটা হোয়েছে এবং বারবার হোয়েছে। এই কাজটাকে বোঝাবার জন্য ইউরোপীয় ভাষায় একটি নতুন শব্দেরই জন্ম হোয়েছে **Pogrom**, যার আভিধানিক অর্থ হোল **Organised killing and plunder of a community of people**, বাংলায়- সুসংগঠিত ভাবে সম্প্রদায় বিশেষের হত্যা ও লুন্ঠন। আল্লাহ লা'নত দেবার পর ইহুদিদের ভাগ্যে যা ঘোটেছিলো আজ মোসলেম নামের এই জাতিটির ওপর ঠিক তাই ঘোটছে। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ইহুদি জাতির ওপর ঐ Pogrom ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো আর আমাদের ওপর Pogrom হোচ্ছে সমস্ত পৃথিবীময়। এক কোটির ছোট্ট ইহুদি জাতি আজ আমাদের একশ' ষাট কোটির এই জাতির ওপর Pogrom কোরছে। অভিশপ্ত অর্থাৎ মালাউন হবার যে সব চিহ্ন ইহুদি জাতির গায়ে লেখা

হোয়েছিলো সে সব চিহ্ন আজ এই জাতির গায়ে লেখা। সারা শরীরে আল্লাহর অভিশাপের ছাপ নিয়ে যে নামাজ রোজা এবং আরও হাজার রকমের এবাদত করা হোচ্ছে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হোচ্ছে মোনে কোরে আমরা আহাম্মকের স্বর্গে বাস কোরছি।

মো'মেন, মোসলেম ও উম্মাতে মোহাম্মদী বোলে পরিচিত এই জাতিটি আকীদার বিকৃতিতে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দেখানো দিক নির্দেশনা, হেদায়াতের ঠিক বিপরীত দিকে চলার ফলে আল্লাহর চোখে এটা আর মো'মেনও নেই, মোসলেমও নেই, উম্মতে মোহাম্মদীও নেই। এই জাতি এখন আল্লাহর লা'নতের ও গযবের বস্তু, এর অবস্থা এখন অতীতের অভিশপ্ত ইহুদি জাতির চেয়েও নিকৃষ্ট। আল্লাহর রসুলের গঠন করা জাতিটির প্রথম একশ' বছরের অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার একটা তুলনা এ কথা প্রমাণ কোরবে।

আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলাম ও মোসলেম জাতি	**বর্তমানের বিকৃত এসলাম ও এই জাতি**
১। সংখ্যায় পাঁচ লাখের মত।	১। সংখ্যায় একশ' ষাট কোটি।
২। জাতির প্রাকৃতিক সম্পদ- শূন্য - কিছুই ছিলো না।	২। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিরাট অংশের মালিক। যে তেল ও গ্যাস ছাড়া বর্তমান ইহুদি খ্রিস্টান যান্ত্রিক সভ্যতা অচল, সেই তেলের শতকরা ৬০ ভাগ এবং গ্যাসের একটা বিরাট অংশ এই জাতির হাতে। এ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের এক প্রধান অংশের মালিক।
৩। ঐ পাঁচ লাখের জাতির মধ্যে মাত্র ৪০ জনের মত লোক লেখা পড়া জানতেন।	৩। বর্তমানে এই জাতির মধ্যে কোটি কোটি লোক লেখা পড়া জানে, লক্ষ লক্ষ লোক উচ্চ শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইনজ্ঞ,

	বিজ্ঞানী, শিল্পী এবং লক্ষ লক্ষ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, হাফেজে কোর'আন, ফকিহ, মোহাদ্দেস, আলেম ওলামা, পীর-মাশায়েখ ইত্যাদি সবই আছে।
৪। ঐ জাতির কাছে আল্লাহর দেয়া সংবিধান কোর'আনের মাত্র কয়েকটি হাতে লেখা কপি ছিল, তাও খলিফা ওসমানের (রা:) সময়ের পরে।	৪। বর্তমানে এই জাতির কাছে কোর'আনের কোটি কোটি কপি পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। একমাত্র বাইবেলের সংখ্যার সাথে কোর'আনের সংখ্যার তুলনা করা যায়, এমন কি অনেকের মতে বাইবেলের চেয়েও বেশী।
৫। কোর'আনের কোন অনুবাদ ছিলো না।	৫। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রধান ভাষায় কোর'আনের একাধিক অনুবাদ হোয়ে গেছে। এমন কি অনেক আঞ্চলিক ভাষায়ও এর অনুবাদ হোয়ে গেছে।
৬। অর্ধেক বিশ্বজয়ী ঐ জাতির বহু মানুষ বই আকারে কোর'আনকে কোনদিন চোখেই দেখেননি। তাদের মধ্যে যার যেটুকু মুখস্থ ছিলো তারা সেইটুকুই জানতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ কোরতেন।	৬। বর্তমানে ঝকঝকে হরফে ছাপানো অতি সুন্দর কোর'আন পৃথিবীতে কোটি কোটি সংখ্যায় বর্তমান। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐ বিরাট কোর'আন মুখস্থ।
৭। কোর'আনের লিখিত কোন ব্যাখ্যা অর্থাৎ	৭। বর্তমানে কোর'আনের শত শত তাফসির ও হাজার হাজার ব্যাখ্যাকারী অর্থাৎ মোফাসসের

তাফসির ছিলো না।	আছেন।
৮। ঐ জাতি ইস্পাতের মত ঐক্যবদ্ধ ছিলো।	৮। বর্তমানের এই জাতিটি রাজনৈতিক ভাবে পঞ্চান্নটির মত ভৌগলিক রাষ্ট্রে, দীনের ব্যাখ্যায় বহু মযহাবে ও ফেরকায়, আধ্যাত্মিক ভাবে শত শত তরিকায় এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের নকল কোরে হাজার হাজার রাজনৈতিক দলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন।
৯। তদানিন্তন সভ্য পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, রোমান এবং পারসিক বিশ্বশক্তির নাম শুনলে ভয়ে কম্পমান আরব জাতিকে সেই এসলাম মাত্র দশ বছরের মধ্যে এমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় রূপান্তরিত কোরেছিলো যে ঐ মহাশক্তিধর রোমান এবং পারসিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সামনে ঝড়ের মুখে তুলোর মত উড়ে গিয়েছিলো; একবার নয়, বহুবার। যে আরবদের তারা মাত্র কয়েক বছর আগেই অবজ্ঞা কোরতো, পরে তাদের নাম শুনলেই তারা ভয়ে কাঁপতো।	৯। বর্তমান এসলাম এমন জাতি সৃষ্টি করে এবং কোরছে যারা পৃথিবীতে ১৬০ কোটি হওয়া সত্ত্বেও শুধু সেই খ্রিস্টানরা নয়, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলির অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র এবং সে অবজ্ঞা ও ঘৃণা বোঝার শক্তিও এ জাতির নেই। অন্যান্য জাতিগুলোর বিরুদ্ধতা করার শক্তিও নেই। কখনও কোরলে পরাজয় ও অপমান অবধারিত।
১০। বিশ্বনবী মোহাম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে সেই এসলাম দশ বছরের মোধ্যে সৃষ্টি কোরেছিলো খালেদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) মত আল্লাহর তলোয়ার, আলী বিন আবু তালিবের (রাঃ) মত আল্লাহর সিংহ এবং দেরারের (রাঃ) মত বহু অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।	১০. বর্তমানের এই এসলাম ১৬০ কোটির জাতির মধ্য থেকে প্রায় দেড় হাজার বছরেও একটি মাত্র খালেদ একটি আলী বা একটিও দেরার (রাঃ) সৃষ্টি কোরতে পারে নাই।

১১। আল্লাহর- রসুলের সেই এসলাম অতি শান্ত মেজাজের, সুফী চরিত্রের আবু ওবায়দা (রাঃ) কে এমন অজেয় যোদ্ধা ও অপরাজেয় সেনাপতিতে রূপান্তরিত কোরেছিল যে তার নেতৃত্বে সেই উম্মাহ সমস্ত উত্তর সিরিয়া জয় কোরে আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কোরেছিল। শুধু সেনাপতি হিসাবে নয়, একক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্থাৎ Single combat -এ ঐ স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটি রোমান এবং পারসিকদের প্রখ্যাত যোদ্ধাদের পরাজিত ও ধরাশায়ী কোরেছেন।	১১। আর আজ ধর্ম সম্মন্ধে বেখেয়াল, বেপরোয়া কিন্তু সাহসী ও দাপটওয়ালা কোন মানুষকে যদি বর্তমানের এসলামের ধার্মিক বানানো যায় তবে ঐ লোকটি অচিরেই একটি নিরীহ গো-বেচারা কাপুরুষে পরিণত হোয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ-রাসুলের সেই প্রকৃত এসলাম একটি শিয়ালকে সিংহে রূপান্তরিত করে আর আমাদের বর্তমানের এই এসলাম সিংহকে শিয়ালে পরিণত করে।
১২। আল্লাহর রসুলের এসলাম নির্জনবাসি কামেল সুফী সাধক ওয়ায়েস করনি (রাঃ) কে নির্জনবাস থেকে বের কোরে এনে তলোয়ার হাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ কোরেছিলো।	১২। আর বর্তমানের এই এসলাম যোদ্ধার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তার হাতে তসবীহ ধোরিয়ে দিয়ে মসজিদে আর খানকায় বসিয়ে দেয়।
১৩. আল্লাহর রসুলের এসলাম সম্পূর্ণ উম্মতে মোহাম্মদীকে আল্লাহর দীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে তাদের স্বদেশ থেকে এমন ভাবে বের কোরে দিয়েছিলো যে তাদের শতকরা আশি জনের কবর হোয়েছে বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে।	১৩. বর্তমানের এসলাম এমন জাতি তৈরি করে এবং কোরছে যারা তসবীহ হাতে মসজিদে, খানকায় বোসে থাকে এবং কোন রকম বিপদের আভাষ পেলেই হাওয়ার বেগে ইঁদুরের মত গর্তে লুকিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা উল্লেখ না কোরে পারছিনা। কাশ্মীরে মোজাহেদদের পাতা মাইন ফেটে কয়েকটি ভারতীয় সৈন্য আহত হওয়ায় তারা রেগে গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। কিছু দূরেই

	একটি মসজিদ ছিলো এবং সেখানে নামাযের জন্য বর্তমান এসলামের মোসল্লেরা সমবেত হোয়েছিলেন। গুলির শব্দে ঐ মোসল্লেরা প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত হোয়ে দৌঁড়ে মসজিদ থেকে বের হোয়ে পালাতে যেয়ে নয় জন এক কুয়োর মধ্যে পড়ে যান। পাঁচজন ঐখানেই মারা যান এবং চার জনের খবর জানা যায় নাই। খবরটা এদেশের সব দৈনিকেই বের হোয়েছিলো - আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ১০ই সেপ্টেম্বরের New-nation (১৯৯৪) থেকে। মৃত্যু ভয়ে কতখানি দিশাহারা হোলে মানুষ অমন ঘৃণিতভাবে মোরতে পারে। [এমন লজ্জার ঘটনা শুধু যে ঐ কাশ্মীরেই ঘোটেছে তা নয়, অনুরুপ অবস্থায় পৃথিবীর যে কোন মসজিদে কাপুরুষতার ঐ রকম ঘটনাই ঘোটবে। অতিসম্প্রতি আমাদের দেশেও এরকমই একটি ঘটনা ঘোটেছে। আল্লাহ ও রসুলের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল কোরতে গিয়ে পুলিসের ধাওয়া খেয়ে হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক এমাম সাহেবরা এমনভাবে পালিয়েছেন যে পালাতে গিয়ে দিশেহারা হোয়ে কয়েকজন ঝাঁপ দিয়েছেন পদ্মানদীতে। এর তিনদিন পরে এক মাদ্রাসা ছাত্রের লাশ নদী থেকে উদ্ধার করা হয় (২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩- দৈনিক ইত্তেফাক)। মৃত্যু ভয়ে কতখানি দিশাহারা হোলে মানুষ অমন ঘৃণিতভাবে মোরতে পারে। এমন লজ্জার ঘটনা

	শুধু যে ঐ কাশ্মীরেই ঘোটেছে তা নয়, অনুরুপ অবস্থায় পৃথিবীর যে কোন মসজিদে কাপুরুষতার ঐ রকম ঘটনাই ঘোটবে।]
১৪. আল্লাহর রসুলের এসলাম যে জাতি গঠন কোরেছিলো সে জাতির চরিত্রের সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যোদ্ধার চরিত্র, তার প্রমাণ জাতির নেতা আল্লাহর রসুল (দঃ) সহ সমস্ত জাতির মধ্যে এমন একটা লোকও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যেতনা যার শরীরে অস্ত্রের আঘাত নেই।	১৪. বর্তমানের এসলাম যে জাতি গঠন করে তার চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে কাপুরুষতা। ছোট বড় সমস্ত রকম সংঘর্ষ, বিপদ আপদ থেকে পলায়ন। যে যতো বেশী ধার্মিক সে তত বেশী কাপুরুষ; অস্ত্রের আঘাত তো দূরের কথা, এদের গায়ে সুচের খোঁচারও দাগ নেই।
১৫. আল্লাহর রসুলের এসলাম তাঁর জাতির মধ্যে যে নারী সৃষ্টি কোরেছিলো তাদের মায়েরা নিজেদের ছেলেদের যুদ্ধের পোষাক পরিয়ে মাথায় শিরস্ত্রাণ, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে দিয়ে হাত তুলে দোয়া কোরতেন, হে আল্লাহ! আমার ছেলে যেন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে না আসে। তুমি তার শাহাদাত কবুল কর।	১৫. বর্তমানের এসলামে যুদ্ধতো নেই-ই, যদি ব্যতিক্রম হিসাবে কোন ছেলে জেহাদের জন্য মায়ের অনুমতি চায় তবে তার মা চিৎকার করে অজ্ঞান হোয়ে যান।
১৬. আল্লাহর রসুলের এসলামের মেয়েরা রসুলাল্লাহর (দঃ) পাশে দাঁড়িয়ে তলোয়ার ও তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ কোরেছেন এবং রসুল (দঃ) দুনিয়া থেকে চোলে যাবার পর অস্ত্র ও তাবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে খ্রিস্টানদের শিক্ষিত যোদ্ধাদের পরাজিত কোরেছেন।	১৬. বর্তমানে এসলামের ধার্মিক মেয়েদের তাদের বাক্সবন্দী অবস্থা থেকে বের কোরে চৌরাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে আসলে তারা ওখান থেকে আর বাড়ি ফিরতে পারেন না, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন।
১৭. আল্লাহর রসুলের এসলাম এতটাই সহজ সরল ছিল যে পশ্চাদপদ, নিরক্ষর, বাকি দুনিয়া	১৭. বর্তমানের এসলাম এতই জটিল একটি বিষয় যা বুঝতে হোলে জীবনের বড় একটি

সম্পর্কে অজ্ঞ আরবদেরও বুঝতে কোন অসুবিধা হোত না।	অংশ মাদ্রাসায় লেখাপড়া কোরতে হয়, যার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হাসিল করা এবং মেনে চলা কোন মানুষের একজীবনে সম্ভব নয়।
১৮. এসলামের আনীত সামরিক কুচকাওয়াজ সালাহ'র অপরূপ সৌন্দর্য্য বহু বিধর্মীকে এসলামের প্রতি আকৃষ্ট কোরেছিল। সেই সালাহ জাতিকে শিক্ষা দিয়েছিল ইস্পাতের মত ঐক্য, পিঁপড়ার মত শৃঙ্খলা, মালায়েকের মত আনুগত্য, কঠিন সময়ানুবর্তীতা, আল্লাহ যা কিছু নিষেধ কোরেছেন তার থেকে এবং শেরক ও কুফর থেকে হেজরত করার মত চরিত্র সৃষ্টি কোরেছিল।	১৮. পক্ষান্তরে বর্তমানের মসজিদগুলিতে মুসল্লীরা মাথার সামনে নোংরা জুতা রেখে সালাহ করেন যেন অপর কোন মুসল্লী সেগুলি চুরি না কোরতে পারে। সমাজের বহু দুর্নীতিবাজ ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি রোয়েছেন যাদের কপালে সেজদা কোরতে কোরতে কড়া পড়ে গেছে। বর্তমান এসলামের সালাহ তাদেরকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি।
১৯. প্রকৃত এসলামে যাকাত ছিল একটি জাতীয় খাত। জাতীয়ভাবে ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করা হোত এবং প্রাপ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হোত। এসলামের অর্থনীতি বাস্তবায়নের ফলে একটা সময় পরে এসে সমাজে এমন স্বচ্ছলতা এসেছিল যে সদকা এবং যাকাতের অর্থ নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না।	১৯. বর্তমানের এসলামে যাকাত একটি ব্যক্তিগত দানের বিষয়। ধনী লোকেরা লোক দেখানোর জন্য যাকাতের কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করে এবং সেই যাকাত নিতে এসে পায়ের তলে পিষ্ট হোয়ে মারা যায় বহু হত দরিদ্র মানুষ।
২০. আল্লাহ ও রসুল (দ:) হজ্বের মাধ্যমে ব্যবস্থা কোরে দিয়েছেন পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা মোসলেম জাতির প্রতিনিধিরা বছরে একবার মক্কায় এবং আরাফাতের ময়দানে একত্র হোয়ে তাদের জাতীয় সমস্যা পর্য্যালোচনা কোরবে, পরামর্শ কোরবে, সিদ্ধান্ত নেবে, উম্মতে	২০. বর্তমানের বিকৃত আকীদার মোসলেমরা, মহা আবেদরা আত্মার উন্নতির জন্য হজ্ব কোরতে যান। চুপচাপ যান, চুপচাপ ফিরে আসেন। অন্যের সমস্যা, অন্যের বিপদে তাদের কী আসে যায়? বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য জাতি দ্বারা মোসলেমরা লাঞ্ছিত হোচ্ছে হোক,

মোহম্মদীর উপর আল্লাহ ও তার রসুলের (দ:) যে মহাদায়িত্ব অর্পিত আছে তা কতদূর অগ্রসর হলো, এখন কি কি বাধা আসছে এবং কেমন কোরে সে সব অতিক্রম কোরতে হবে সে সম্বন্ধে পরামর্শ কোরে ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির কোরবে। অর্থাৎ হজ্ব হোচ্ছে বিশ্ব-মোসলেমের বার্ষিক মহা সম্মেলন।	মরছে মরুক, বাড়ি ঘর ছাড়া হোচ্ছে হোক, না খেয়ে মরছে মরুক, হাজার হাজার মোসলেম মেয়েরা ধর্ষিতা হোয়ে গর্ভবতী হোচ্ছে, হোক, তাতে হাজীদের কী আসে যায়? তাদের আত্মার ধোয়ামোছা হোলেই হলো। অথচ বিশ্বনবী (দ:) বোলেছেন- এই জাতিটি একটি শরীরের মত, এর কোথাও ব্যথা হোলে তা সমস্ত শরীরকে অসুস্থ করে [বোখারী, মুসলীম, মেশকাত]। অর্থাৎ পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা এই উম্মাহর যে কোন স্থানে আঘাত লাগলে তা সমস্ত শরীরে অনুভূত হয়। এই জাতির পিতা এই জাতির যে সংজ্ঞা দিলেন সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী আজকের হাজীরা কি তাঁর উম্মতের হাজী? এদের হজ্বের উদ্দেশ্য যেন কেবল নামের আগে 'আলহাজ্ব' উপাধি সংযোজন করা।
২১. মসজিদ ছিল উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র। সালাহ কায়েম করা ছাড়াও মসজিদ থেকেই প্রেরিত হোত সেনাবাহিনী, মসজিদেই খলিফার সাক্ষাৎ কোরতেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতগণ, জুমার দিনে মসজিদেই বোসত আদালত, সাজা দেওয়া হোত অপরাধীদের। প্রতি ওয়াক্তে নারী ও পুরুষ সকলেই সালাতে অংশ নিত। মসজিদ ছিল প্রাণবন্ত, জীবন্ত।	২১. বর্তমানের মসজিদে নামাজ পড়া ছাড়া আর কোন কাজ করা নিষেধ, এমন কি অনেক মসজিদে লেখা থাকে 'মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম'। বর্তমানে মসজিদে মেয়েদের বোলতে গেলে কোন প্রবেশাধিকারই নেই। বর্তমানের মসজিদগুলি নিষ্প্রাণ, অধিকাংশ সময়েই গেটে তালা ঝুলানো থাকে।
২২. ঐ জাতির মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত কোন	২২. বর্তমানের এই জনসংখ্যাটি প্রধানত তিনটি

বিভাজন ছিল না। অর্থের বিনিময়ে ধর্মীয় কাজকর্ম করার জন্য আলাদা একটি পুরোহিত শ্রেণী অর্থাৎ ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লা শ্রেণীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। এসলামের প্রতিটি কাজ কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করা হোত। জাতির প্রতিটি মানুষের জীবনের লক্ষ্য ছিল সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর সত্যদীন সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা।	ভাগে বিভক্ত। এক) দীন সম্পর্কে অজ্ঞ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, দুই) বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা যেমন- নামাজ পড়ানো, মুর্দা দাফন করা, কবর জেয়ারত করা, মিলাদ পড়া, দোয়া করা, ওয়াজ নসীহত করা, পীর মুরিদি করা ইত্যাদির জন্য ব্রিটিশদের তৈরি মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসা আলেম মোল্লা নামক আলাদা একটি শ্রেণী, ৩) সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত এসলাম বিমুখ একটি শ্রেণী যারা নিজেদের মোসলেম পরিচয় ও ধর্ম সম্পর্কে গভীর হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন এবং পাশ্চাত্যের মানসিক দাস। পাশ্চাত্যের তৈরি সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিকে নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। জাতির বৃহত্তর অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের আখেরাতের মুক্তির জন্য যায় ঐ ধর্মব্যবসায়ী আলেম পুরোহিত শ্রেণীর নিকট, আর জাগতিক সকল প্রয়োজনে যেমন কোর্ট কাচারি, বিচার, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশাসনিক বিষয়াদি, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য যায় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীটির নিকট।

সমবেত সুধীমণ্ডলী। আল্লাহর রসুল চৌদ্দশ' বছর আগে এসলামের যে শেষ সংস্করণটি মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন সেটি এবং বর্তমানে আমরা যে এসলাম বোলে পরিচিত দীনটি পালন কোরছি এই দুইটি যে শুধু ভিন্ন নয়, একেবারে বিপরীতমুখী দু'টি পথ তা দেখাতে সংক্ষেপে মাত্র ২২টি প্রমাণ উপস্থাপিত কোরলাম। এ লিষ্টি আরও অনেক বড় করা যায়, তা আর কোরলাম না। প্রকৃত সত্য হোচ্ছে এই যে, আল্লাহর অবতীর্ণ এসলামের চরিত্র হোচ্ছে বহির্মুখী অর্থাৎ Extrovert এবং বিস্ফোরণমুখী অর্থাৎ Explosive এবং বর্তমানে আমাদের এসলাম বিকৃত হোয়ে- হোয়ে গেছে অন্তর্মুখী, Introvert এবং সংকোচনশীল অর্থাৎ Implosive। বিকৃত এবং বিপরীতমুখী এই এসলামকেই আমরা সঠিক এসলাম মোনে কোরে যথাসাধ্য তা পালন করার চেষ্টা কোরছি। এই এত বড় ভুল, এত বড় গোমরাহীর কারণ কি? এর কয়েকটি কারণ আছে। সর্বপ্রধান কারণ হোচ্ছে আকীদার বিকৃতি ও লোপ। এখানে আকীদা নিয়ে আলোচনায় যাব না কারণ হেযবুত তওহীদ থেকে প্রকাশিত 'এসলামের প্রকৃত আকীদা' নামের ছোট্ট বইটিতে আকীদা সম্বন্ধে মোটামুটি লেখা হোয়েছে। এখানে শুধু এইটুকু বোলবো যে আকীদার বিকৃতিতে এই দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে এবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করার সংগ্রাম, জেহাদ ত্যাগ কোরে রাজত্ব করা আরম্ভ করায় আল্লাহ ঐ জাতির অভিভাবকত্ব ত্যাগ কোরলেন এবং কোর'আনের সূরা তওবার ৩৯ নং আয়াতে তাঁর সাবধানবাণী ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজত্ব ও রাষ্ট্রশক্তি ঐ জাতির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিস্টান জাতিগুলির হাতে তুলে দিলেন এবং মোসলেম বোলে পরিচিত ঐ জাতিটিকে তাদের দাস, গোলাম বানিয়ে দিলেন।

এখানে একথা উপলব্ধি কোরতে হবে যে যখন মো'মেন মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে পরিচিত ঐ জাতিটিকে আল্লাহ খ্রিস্টানদের দিয়ে সামরিক ভাবে পরাজিত কোরে দিলেন তখন স্বভাবতঃই ঐ জাতি আর প্রকৃতপক্ষে মো'মেন, মোসলেম বা উম্মতে মোহাম্মদী এর কোনটাই রোইল না। কারণ কোর'আনে আল্লাহ একাধিকবার পরিষ্কার বোলেছেন যে, সামরিক সংঘর্ষে মো'মেন জাতিকে কখনই তিনি শত্রুর হাতে পরাজিত হোতে দেবেন না, এটা তাঁর সুন্নাহ, তাঁর চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় সুন্নাহ (সূরা ফাতাহ ২২ এবং ২৩ নং আয়াত)। আল্লাহর রসুলও বোলে গেছেন যে, আল্লাহর কাছ থেকে তিনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যে তাঁর উম্মাহ কখনও শত্রুর কাছে সামরিক ভাবে পরাজিত হবে না [সাওবান ও খাব্বাব (রাঃ) থেকে মোসলেম, তিরমিযি ও নাসায়ী]। (প্রথম পৃষ্ঠার পর) খ্রিস্টানদের হাতে সামরিক পরাজয়ই প্রমাণ কোরে দিলো যে আল্লাহর

চোখে ঐ জাতি, জাতি হিসাবে মো'মেন রোইলো না এবং মো'মেন রোইলো না অর্থই মোসলেমও রোইলো না, উম্মতে মোহাম্মদীও রোইলো না।

ঐ জাতিকে দাসে পরিণত করার পরও খ্রিস্টান জাতিগুলির মনে ঐ দাস জাতির সম্বন্ধে ভয় সম্পূর্ণ দুর হোলো না, কারণ তখনও তাদের মন থেকে সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ মুছে যায় নি যে, অতীতে ঐ জাতির হাতে কতবার তারা সামরিক ভাবে পরাজিত হোয়েছিল। তারা জানতো, যে জাতিকে তারা এখন পরাজিত ও পদানত কোরেছে সে জাতির প্রচণ্ড শক্তির উৎস হোচ্ছে তাদের কোর'আন ও হাদীস। এই কোর'আন ও হাদীস এবং তাদের নবীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই তাদের এক অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত কোরেছিল যারা একদিন ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিতাড়িত তো কোরেছিলোই, শুধু তাই নয় তাদের ইউরোপের মধ্যেও অর্ধেক ঢুকে পোড়েছিলো। তাই এই জাতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত হবার জন্য, এই জাতিটিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু কোরে দেবার জন্য তারা এক শয়তানি ফন্দি আটলো। সে ফন্দি হোল এই যে, সমস্ত মোসলেম দুনিয়ায় খ্রীস্টানেরা যার যার অধিকৃত অংশে মোসলেমদের "এসলাম" শিক্ষা দেবার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরলো। ইংরাজরা এই উপমহাদেশে, মালয়েশিয়ায়, মিশরে ইত্যাদিতে; ফরাসিরা আলজেরিয়া এবং অন্যান্য যে সব মোসলেম এলাকা দখল কোরেছিল সেখানে; ডাচ অর্থাৎ ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায় ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন কোরলো। ইংরাজ অধিকৃত এই উপমহাদেশের বড়লাট অর্থাৎ Viceroy মিঃ ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরলেন। এই মাদ্রাসায় "এসলাম" শিক্ষা দেবার জন্য খ্রিস্টান পণ্ডিতরা, যাদের ইংরাজিতে বলা হয় Orientalists, সম্মিলিত ভাবে বহু গবেষণা কোরে একটি নুতন "এসলাম" দাঁড় করালেন, যে **"এসলামের" বাহ্যিক দৃশ্য এসলামের মতই** কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেটার আকীদা এবং চলার পথ অর্থাৎ সেরাত, আল্লাহর রসুলের এসলামের, **সেরাতুল মুস্তাকিমের ঠিক বিপরীত।** ঐ বিপরীতমুখী এসলাম শিক্ষা দিতে কি কি বিষয় শিক্ষা দিতে হবে, কি কি বিষয়বস্তু বাদ দিতে হবে, কেমন কোরে শিক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ এক কথায় Syllabus এবং Curriculum **নির্ধারণ ও স্থির কোরলেন ঐ খ্রিস্টান পণ্ডিতরা।** ঐ Syllabus ও Curriculum এ আল্লাহর সর্বব্যাপী তওহীদকে সংকুচিত কোরে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করা হোলো, কারণ সার্বভৌমত্ব তো বৃটিশের, **আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দিলে তো তাদের রাজত্ব করাই বিপদজনক।** তারপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদের ঠিক পরেই যে জেহাদের স্থান সেই জেহাদকে ঐ মাদ্রাসার

পাঠ্যবস্তুতে অতি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত কোরে প্রায় বাদ দেওয়া হোলো। সমষ্টিগত, জাতিগত বিষয়গুলিকে নিুস্তরে নামিয়ে দিয়ে অতি সাধারণ ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে অতি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হোলো। নামাজ, রোজা, বিয়ে-শাদী, বিবি তালাক, দাড়ি-টুপি, পাজামা, পাগড়ী, মেসওয়াক, কুলুখ, ওজু গোসল, হায়েয-নেফাস ইত্যাদি হাজার রকমের বিষয়গুলিকে এসলামের অতি জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোলে উপরে স্থান দেয়া হোলো। ঐ সিলেবাসে (Syllabus) আরও প্রাধান্য দেয়া হোল সেই সব বিষয়গুলিকে যেগুলি সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে **বিভিন্ন মাযহাবে ও ফেরকায় মতভেদ ও বিতর্ক আগে থেকেই মওজুদ ছিল ও আছে।** খ্রিস্টান পন্ডিতেরা এটা কোরলেন এই জন্য যে তাদের শেখানো এসলামের আলেমরা যেন ঐগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি, বাহাস ও প্রয়োজনে মারামারি কোরতে থাকে, বৃটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোতে না পারে এবং তাদের শাসন নিরাপদ হয়। এই দাস জাতির আরেকটি অংশ, যেটি আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জন্য তাসাওয়াফ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো তাদের সম্বন্ধে বৃটিশ খ্রিস্টানদের কোন দুঃশ্চিন্তা ছিল না। কারণ তারা জানতো ঐ অংশটি তসবিহ হাতে খানকায়, হুজরায় আর মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ আছে; সমাজ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা আল্লাহর আইন মোতাবেক চোলছে, না খ্রিস্টান বা হিন্দু বা ইহুদিদের আইনে চোলছে সে ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। শুধু ঐটুকু কোরেই ইংরেজরা ক্ষান্ত হোল না। আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে তাদের সৃষ্ট "এসলাম" শিক্ষা দিতে কোথাও কোন বাধা না আসতে পারে সে জন্য **মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য পূর্ণ ক্ষমতাসহ অধ্যক্ষ পদটি তারা নিজেদের হাতেই রাখলো।** প্রথম অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হোলেন Dr. A. Springer M.A । ১৭৮০ থেকে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত এই **১৪৬ বছর একাধিক্রমে ২৬ জন খ্রিস্টান পণ্ডিত আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষপদে থেকে এই জাতিকে "এসলাম" শিখিয়েছেন।** তারা কোন্ "এসলাম" শিখিয়েছেন? অবশ্যই তারা আল্লাহ রসুলের সেই প্রকৃত এসলাম সেখান নাই, যে এসলামের সৃষ্ট দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের হাতে তারা বার বার পরাজিত হোয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পালিয়ে যেয়েও নিস্তার পান নাই, যে যোদ্ধারা তাদের তাড়া কোরে ইউরোপের মধ্যে অর্ধেক ঢুকে পোড়েছিল। খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলিতে শিখিয়েছেন তাদের তৈরি করা এমন একটি এসলাম যেটা তৈরি করে মৃত্যুভয়ে ভীত কাপুরুষ, যারা দাড়ি, মোচ, টুপি, পাগড়ি, মেসওয়াক, কুলুখ, হায়েয-নেফাস, যিকির আসকার আর বিবি তালাককেই এসলাম মোনে কোরে তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাহাস আর মারামারি

কোরতে থাকে যাতে খ্রিস্টানরা নিশ্চিন্ত মোনে তাদের দাসদের ওপরে রাজত্ব কোরতে পারে। ১৪৬ বছর ধোরে নিজেদের তৈরি "এসলাম" শেখাবার পর ২৬ নং খ্রিস্টান অধ্যক্ষ Mr. Alexander Hamilton Harty ১৯২৭ সনে অধ্যক্ষপদ শামসুল ওলামা, কামাল উদ্দিন আহমদ এম.এ.আই.আই.এস এর হাতে ছেড়ে দেন।

[দেখুন- আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এবং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)]|

আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে নিজেদের সাফল্য দেখে বৃটিশরা এই উপমহাদেশসহ তাদের অধিকৃত অন্যান্য মোসলেম দেশগুলিতেও আলীয়া মাদ্রাসার অনুকরণে শত শত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ও তাদের তৈরি "এসলাম" শিক্ষা দেয়। **ইংরাজ চোলে গেছে কিন্তু তাদের তৈরি করা "এসলাম" আজও আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হোচ্ছে, ঐ মাদ্রাসাগুলি থেকেই ঐ এসলাম শিখে আলেমরা বের হোয়ে আসছেন ও আমাদের ঐ "এসলাম"ই শিক্ষা দিচ্ছেন। আমরা আজ এসলাম বোলতে সেই এসলামই বুঝি যে "এসলাম" খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তৈরি কোরে ১৪৬ বছর ধরে আমাদের শিক্ষা দিয়েছে।** ফলে আজ আমাদের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালিত হোচ্ছে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের তৈরি করা নানা রকম তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে আর ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হোচ্ছে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের তৈরি করা "এসলাম" দিয়ে, আল্লাহ রসুলের এসলাম দিয়ে নয়। ভাবতে অবাক লাগে এর পরও আমরা নিজেদের মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে বিশ্বাস কোরি এবং পরকালে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের আশা কোরি।

সমবেত সুধীগণ! আল্লাহ তাঁর অসীম রহমতে আমাদের জন্য কোন্ এসলাম তাঁর শ্রেষ্ঠ রসুল দিয়ে এনায়েত কোরছেন, কোন্ এসলাম তিনি কবুল কোরবেন তা আমাদের এই হেযবুত তওহীদকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ দিয়েছেন কিনা জানি নাতবে যেটুকু দিয়েছেন তাই-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই হেযবুত তওহীদ থেকে আমরা মানুষকে ডাকছি সেই প্রকৃত এসলামের দিকে- **যে এসলামের ভিত্তি তওহীদ, সর্বব্যাপী তওহীদ, যার স্তম্ভ, থাম সালাহ (নামাজ) এবং যার ছাদ জেহাদ** [হাদীস- মুয়ায (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত)]। আমরা

আপনাদের আহ্বান কোরছি- আপনারা শুনুন আমরা কি বলি, আমাদের আকীদা কি, আমাদের ঈমান কি, আমাদের আমল কি তারপর সিদ্ধান্ত নিন। হেদায়াহ অর্থাৎ দিক নির্দেশনা আমাদের হাতে নেই, ওটা আল্লাহর নবীদের হাতেও ছিলো না। হেদায়াহ একমাত্র আল্লাহর হাতে। আমরা শুধু ডাকতে পারি। তাই আমরা ডাকছি, আহ্বান কোরছি। **আমরা আহ্বান কোরছি- বর্তমানের চালু এই এসলামটা আসলে আল্লাহ রসুলের এসলামই নয়, খ্রিস্টান এসলাম, এই খ্রিস্টান এসলাম পরিত্যাগ কোরে, প্রত্যাখ্যান কোরে আবার আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলামে প্রবেশ কোরতে।** আমরা জানি এই আহ্বান সহজ নয়, কারণ শত শত বছর ধোরে যে দীন বিকৃত হোয়ে গেছে এবং খ্রিস্টানদের তৈরি করা যে আকীদা আমাদের মন-মগজের গভীরে ঢুকে স্থায়ী আসন কোরে নিয়েছে, তাকে উপড়ে ফেলে সেখানে আবার আল্লাহ রসুলের দেয়া প্রকৃত আকীদাকে প্রতিষ্ঠা করা হেলা-খেলা কথা নয়। কিন্তু সহজই হোক আর কঠিনই হোক আহ্বান আমাদের কোরতেই হবে নইলে বিচারের দিন আল্লাহকে আমাদের কোন কৈফিয়ৎ দেবার থাকবে না। আল্লাহর কাছে আমাদের শুধু এই জবাবই হবে- আমরা তোমার প্রকৃত এসলামের দিকে, তোমার প্রকৃত তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকিমের দিকে মানুষকে ডেকেছি- তোমার কোর'আনের সূরা নহলের ১২৫ নং আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী অর্থাৎ হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং সদ্ভাবে, কিন্তু ঐ আয়াতেই তুমিই বোলেছো তোমার পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় এবং কে তোমার পথে থাকে সে সম্বন্ধে তুমি সম্পূর্ণ অবহিত, সচেতন। ইয়া আল্লাহ। হেযবুত তওহীদের এই প্রচেষ্টা তুমি কবুল কর। তোমার অসীম শক্তি থেকে আমাদের সাহায্য কর। বর্তমানের বিকৃত ও বিপরীতমুখী খ্রিস্টান এসলাম থেকে তোমার বান্দাদের উদ্ধার কোরে তুমি যে দীন আদম (আঃ) থেকে মোহাম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত নাযেল কোরেছো, সেই দীনুল এসলাম, সেই দীনুল কাইয়্যেমায় সেই দীনুল হক-এ, সেই দীনুল ফেতরায় আমাদের আবার প্রবেশ করাও। আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তুমি তোমার অপার ক্ষমায় আমাদের মাফ করো, আমাদের হেদায়াত করো এবং আমাদের আবার তোমার তওহীদ আর তোমার শেষ রসুলের শিক্ষা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা কোরে তোমাকে এবলিসের বিরুদ্ধে জয়ী করার জেহাদের সুযোগ কোরে দাও। -আমীন।